ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ বৈশাখ ১৪২৬, ১৫ এপ্রিল ২০১৯

উপাচার্যের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গত ১৩ এপ্রিল ২০১৯ শনিবার এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য বলেন, "বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। 'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা' এই আকাঙ্ক্ষায় আমাদের সামনে সমাগত ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির মাধ্যমে এ উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছে। পুরোনো সব গ্লানি মুছে নতুনের আগমনী বার্তা জানান দিতেই যেন বারে বারে নতুন করে, নতুন রঙে ফিরে আসে বাংলা নববর্ষ। নববর্ষ আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। নববর্ষের প্রেরণায় আমাদের মধ্যকার সুপ্ত মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নতুনভাবে জাগ্রত হয়, মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি। নববর্ষ সবার জীবনে অনাবিল মঙ্গল, সুখ, শান্তি, আনন্দ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক- এটাই কামনা করি।"

ঢাবি'র ডিন নির্বাচন ২৯ এপ্রিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ অনুষদসমূহের ডিন নির্বাচন আগামী ২৯ এপ্রিল ২০১৯ সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলবে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর ২৭(৫) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দের মধ্য থেকে অধ্যাদেশের (২য় খণ্ড) ১৮ নং অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অধ্যাদেশের ৩ নং ধারা অনুযায়ী একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকের নাম উক্ত নির্বাচনে প্রার্থীরূপে প্রস্তাব করতে হবে এবং পদবীসহ তাঁর নাম নির্দিষ্ট মনোনয়নপত্রে যথাযথ সমর্থন ও প্রার্থীর সম্মতিসহ আগামী ১৮ এপ্রিল ২০১৯ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার মধ্যে বা তৎপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১ এপ্রিল ২০১৯ রবিবার বেলা ১টার মধ্যে বা তৎপূর্বে যে কোন প্রার্থী তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ভোটদান শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে ভোট গণনা করা হবে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে। উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এই নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

"মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে" প্রতিপাদ্য ও মর্মবাণী ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৬। গতকাল ১৪ এপ্রিল ২০১৯ (১লা বৈশাখ ১৪২৬) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলা নববর্ষের বর্ণিল আকর্ষণ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্মিলনে শোভাযাত্রাটি শাহ্‌বাগ মোড় হয়ে টিএসসি ঘুরে চারুকলায় এসে শেষ হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনা সারাদেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকুক-উপাচার্য

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন নব উল্লাসে মেতে উঠে কোটি বাঙালির হৃদয়। "মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে" প্রতিপাদ্য ও মর্মবাণী ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৬। গতকাল ১৪ এপ্রিল ২০১৯ (১লা বৈশাখ ১৪২৬) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলা নববর্ষের বর্ণিল আকর্ষণ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্মিলনে শোভাযাত্রাটি শাহ্‌বাগ মোড় হয়ে টিএসসি ঘুরে চারুকলায় এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অনেক বিদেশি অতিথিও অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে 'এসো হে বৈশাখ' শিরোনামে নতুন বছরের সমৃদ্ধি কামনায় সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ ঐতিহাসিক বটতলায় সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষবরণ উৎসবের শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। এসময় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন টুম্পা সমদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' উদ্বোধনের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলা নববর্ষ বাঙালির আবহমান কালের সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসব। এর মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করি উদার, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এই উৎসবের অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনা সারাদেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকুক। এটিই হোক আমাদের বর্ষবরণের মূল অঙ্গীকার। বর্ষবরণ শুধু ঐতিহ্য রক্ষার অনুষ্ঠান নয়। এটি আমাদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ারও প্রেরণা দেয়।

উপাচার্য আরও বলেন, শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয়, বিশ্বের বহু দেশের মানুষ নববর্ষের এই বর্ণিল উৎসব উদ্‌যাপন করছে। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে আমাদের পথ চলার একটি সহায়ক শক্তি। নতুন প্রাণের উজ্জীবিত এই শক্তিতে আমাদের মানবিক ও উদারনৈতিক মূল্যবোধ আরও বিকশিত হোক। নতুন বছর সবার জীবনে সুখ, শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী নানা আয়োজনে বর্ষবরণ উদ্‌যাপিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে নাটমন্ডলে নাট্য-অনুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান ও হিজড়া সম্প্রদায়ের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামসহ অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ঐতিহাসিক আমতলার মুক্তমঞ্চে খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পরিবেশিত হয় শিশুদের বৈশাখ বরণ অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাহফুজা খানম।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের উদ্যোগে সন্ধ্যা সাড়ে সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু মুজিব জন্ম শতবর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ২০২০ সালের ১৭ মার্চ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সভা গত ১০ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এতে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরগণ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু'র ভিপি, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী বর্ণাঢ্যভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়। সভার প্রস্তাব অনুযায়ী 'মুজিব শতবর্ষ-২০২০' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে- বঙ্গবন্ধুর সুউচ্চ একটি ভাস্কর্য নির্মাণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন, 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, স্মরণিকা প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, কর্ম ও সংগ্রাম নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও স্বর্ণপদক প্রদান, বঙ্গবন্ধু বৃত্তি তহবিল গঠন, বঙ্গবন্ধুর নামে আইন বিভাগে একটি ভবন নির্মাণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আয়োজন, ক্যাম্পাসের মূল ভবনগুলোতে তিন-দিনব্যাপী আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন হল, ডাকসু, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র/ব্যুরো, উপাদানকল্প ও অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট স্ব স্ব উদ্যোগে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করবে।

বঙ্গবন্ধু হলের বর্ধিত ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের বর্ধিত ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ এপ্রিল ২০১৯ হল চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুর রহমান সহ হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১১তলা বিশিষ্ট এই বর্ধিত ভবনের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮৬ কোটি টাকা। এই বর্ধিত ভবনে ১ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া, হলের হাউজ টিউটরদের আবাসনের জন্য ভবনটিতে ২০টি ফ্ল্যাট থাকবে। সরকারী অর্থায়নে এই ভবন নির্মাণ করা হবে।

শিশুযত্ন বিষয়ক দিনব্যাপী সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এসওএস শিশু পল্লীর যৌথ উদ্যোগে "Alternative Care of Children in Bangladesh: Challenges and Intervention" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২৮ মার্চ ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার প্রধান অতিথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশেষ অতিথি এবং এসওএস শিশু পল্লীর আন্তর্জাতিক রিপ্রেজেনটেটিভ রাজনিশ রঞ্জন জেইন সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসওএস শিশু পল্লীর জাতীয় পরিচালক গোলাম আহমেদ ইশাক স্বাগত বক্তব্য দেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার পরিবারসহ সমাজের সর্বত্র শিশুদের প্রতি দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের নানা পদক্ষেপ ও আইন প্রণয়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ শিশুদের জাতির ভবিষ্যত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, মমত্ববোধ ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঞ্চিত শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে লালন-পালন করায় তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা এসওএস শিশু পল্লী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

আন্তঃহল এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

ছাত্র বিভাগে সূর্যসেন হল এবং ছাত্রী বিভাগে মৈত্রী হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫০তম আন্তঃহল এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে সূর্যসেন হল এবং ছাত্রী বিভাগে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্র বিভাগে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রী বিভাগে শামসুন নাহার হল দলগত রানার্স আপ হয়েছে।

ছাত্র বিভাগে সূর্যসেন হলের সাব্বির আহমেদ ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের মো. আবুল কাশেম ব্যক্তিগত রানার্স আপ হয়েছেন।

ছাত্রী বিভাগে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের আছিয়া আক্তার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন এবং শামসুন নাহার হলের সাদিয়া ইসলাম মুনা ব্যক্তিগত রানার্স আপ হয়েছেন।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা গত ৫ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিকস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া সভাপতিত্ব করেন। এসময় বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণিবিদ্যা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২১ মার্চ ২০১৯ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান

অধ্যাপক হুমায়ুন রেজা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ এবং অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান চর্চার জায়গা। বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্বনামধন্য অধ্যাপকদের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি তারুণ্যের অসাধারণ শক্তি দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে আমাদের এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ৪টি শিক্ষাবৃত্তির আওতায় ১০জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। তারা হলেন- মো. ফজলে রাব্বী, তনিমা রহমান, হাফিজা খাতুন এ্যানি, সানজিদা আক্তার, ইসমত জাহান এ্যানি, সায়মা রহমান, তুহিন আক্তার, নুসরাত জাহান উর্মি, মো. আফজাল হোসেন এবং মো. শামিম হাসান। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বিভাগের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ইনডোর গেমস্ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের নবীন বরণ গত ১১ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা ড. শেখ মো. ইউসুফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল বাকী, অধ্যাপক ড. আ র ম আলী হায়দার এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইসলাম ধর্ম শান্তি ও সংহতির কথা বলে। ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও উদার নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান চর্চার স্থান। জ্ঞান যদি মানবকল্যানে কাজে লাগে তাহলেই সেই জ্ঞানের স্বার্থকতা। তিনি মহান ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

রসায়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের ৯৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ৯২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ২ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো. এরশাদ হালিম এবং ড. মিসেস আবিদা সুলতানা।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে সফলতা কামনা করেন। তিনে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এ দেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের ২১ ও ২২তম ব্যাচের নবীন বরণ এবং ১৫

ও ১৬ ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২১ মার্চ ২০১৯ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. মো. গোলাম মোস্তফা।

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা-২০১৯ গত ১৮ মার্চ ২০১৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন নমিতা মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভাগের শিক্ষক ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। পরে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের যে শক্তি আছে তা একটি সম্পদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বরেণ্য শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ধারণ করে নবীনদের দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের 'নবীন বরণ' এবং ৮ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ৬ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ড. সুকমল বড়ূয়া। অনুষ্ঠানে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ড. সুকমল বড়ূয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা লেখা-পড়ায় মনোযোগী হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা-২০১৯ গত ৬ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখের বিভাগীয় শিক্ষক বিভূতি ভূষণ সিকদার।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ইনস্টিটিউটের নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা লেখা-পড়া করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

উপাচার্যের সাথে যুক্তরাজ্যের অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের রোহ্যামপ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিজা গর্ডন ক্লার্ক গত ৩১ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল ও কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হক, অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংস্থা দি অরফান ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা মিস মিনা মরিস সহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা যথাযথভাবে শিশুদের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যুক্তরাজ্যের কারিগরি সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুযত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর ব্যাপারেও তারা মত বিনিময় করেন।

পরে, অধ্যাপক লিজা গর্ডন ক্লার্ক এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগে “Therapeutic Play” শীর্ষক সপ্তাহ ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তৃতা দেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবায় ঢাবি অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

কুয়েটে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস ২০১৯-এ দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যবৃন্দ গত ১ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সুইস লীগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ৪ রাউন্ডের খেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ শে মার্চ প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কে ৩.৫ - .৫ পয়েন্টে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কে ৩-১ ব্যবধানে এবং ৩০শে মার্চ পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডে যথাক্রমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ - ১ ব্যবধানে হারিয়ে পুরো আসরে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়।

উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা দল একই ইভেন্টের গত দু'আসরেই যথাক্রমে ১ম রানার আপ ও ২য় রানার আপ হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কে প্রতিনিধিত্বকারী ও বিজয়ী দলের পাঁচ সদস্যরা হলেন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মোঃ ফজলে এলাহি রানা ও রেলিশ রংদি। ইংরেজী বিভাগের মোঃ বারেক আলী ও শামীম সোহানী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মোঃ নাহিদ হাসান।

পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ ২০১৯ সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার অডিটোরিয়ামে “Gender-Biased Sex Selection in Bangladesh : Exploring Causes and Consequences” শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ-এর ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. ইকো নারিতা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কো-অপারেশন, কো-অর্ডিনেশন ও এইড ইফেকটিভনেস-এর অ্যাটাচি মিস. ইভানজেলিনা ব্লানকো গনজালেজ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগের প্রভাষক শাফায়াত সুলতান। অনুষ্ঠানে ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে “নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদের সাংবিধানিক নির্দেশনা: সমস্যার প্রকৃতি ও করণীয়” শীর্ষক এক সেমিনার গত ১০ এপ্রিল ২০১৯ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী। আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান। নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম হারুনার রশীদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলাদেশের সংবিধানকে ‘ভারসাম্যপূর্ণ’ আখ্যায়িত করে বলেন, মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে এই সংবিধানে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করে এই সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদের সাংবিধানিক নির্দেশনা ও সংবিধানের ভাষাগত দিক বিশ্লেষণ করেন। সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিতর্কের অবসান ঘটানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং দেশের সকল আবেদনপত্র ও নথিপত্রে ‘জাতীয়তা’র পরিবর্তে ‘নাগরিকত্ব’ লেখার প্রস্তাব করেন।

মার্কেটিং বিভাগে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৯ এপ্রিল ২০১৯ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ল্যাব উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে এই নতুন কম্পিউটার ল্যাব যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য বিভাগীয় শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ল্যাব থেকে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাপড়া ও গবেষণায় অনেক উপকৃত হবে। দেশের ব্যবসায় শিক্ষা প্রসারেও এ ল্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

২য় সুফিয়া কামাল স্মারক বিতর্ক উৎসব সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুফিয়া কামাল হল বিতর্ক ক্লাবের আয়োজনে ‘২য় সুফিয়া কামাল স্মারক বিতর্ক উৎসব-২০১৯’-এ আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বিতর্ক ক্লাব এবং রানার্স-আপ হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল বিতর্ক ক্লাব। আন্তঃহল বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের বিতার্কিক আফরোজী শাহনেওয়াজ সাচ্চু। আন্তঃহল সংসদীয় বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন সাবিহা চৌধুরী এবং আন্তঃহল বারোয়ারি বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন তাসনিম মৌলি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৩০ মার্চ ২০১৯ এই উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, হল বিতর্ক ক্লাবের মডারেটর আসমিতা আলম শাম্মী, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি এস. এম রাকিব সিরাজী, হল বিতর্ক ক্লাবের সভাপতি আফরিদা জিন্নুরাইন উর্বী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হল বিতর্ক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইসরাত জাহান নূর ইভা।

‘শতাব্দীর রুদ্ধদ্বার আঘাতে আঘাতে করি চুর, বন্দীত্ব শৃঙ্খল ভাঙা ধ্বনি শুনে অতি সুমধুর’ প্রতিপাদ্য ধারণ করে গত ২৯ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে শুরু হয় এই উৎসব। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি এবং ডাকসুর সহযোগিতায় এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলের অসংখ্য বিতার্কিক অংশ নেন।

উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ শীর্ষক দু'দিনব্যাপী দ্বিতীয় সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর উদ্যোগে “Future of Higher Education” শীর্ষক দু'দিনব্যাপী দ্বিতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৯ মার্চ ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি মিস টিনা ম্যারি গ্লোম এবং বিবি প্রোডাকশনের প্রতিষ্ঠাতা বিবি রাসেল বক্তব্য রাখেন। কনফারেন্স কো-অর্ডিনেটর মিস ফারহানা রাজ্জাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্ম বই-এর পরিবর্তে ফেসবুক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই আসক্তি তাদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সৃজনশীল জ্ঞান নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তিনি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

টেলিসামাদের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা টেলিসামাদের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৬ এপ্রিল ২০১৯ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, টেলিসামাদ ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে এক শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা। তিনি গত চার দশক ধরে প্রায় ৬০০ চলচ্চিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নিজের অভিনয় শৈলী দিয়ে তিনি দর্শকদের বিনোদন ও হাসিতে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, টেলিসামাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। তিনি গত ৬ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...... রাজেউন)। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ঢাবি অফিসার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন ২০১৯ ও ২০২০ এর কার্যকরী পরিষদের নব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ গত ৬ এপ্রিল ২০১৯ টুঙ্গিপাড়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এর আগে বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের কার্যকরী পরিষদের ১ম সভা ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসানের নেতৃত্বে কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এ.কে.এম বশির, মহিলা সম্পাদিকা ঝর্ণা রানী দাস, সদস্য মোঃ ওমর ফারুক, রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ রুহুল আমিন, শেখ আনোয়ারুল ইসলাম ও আলী আশ্রাফ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি-এ বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ (ডিইউসিএস)-এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গত ২৮ মার্চ ২০১৯ তৃতীয়বারের মত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ বসন্ত উৎসব ১৪২৫' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ডিইউসিএস-এর মডারেটর সাবরিনা সুলতানা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসিফ তালুকদার, ডিইউসিএস-এর সভাপতি রাগীব রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব লাকী ইনাম, নাট্যাভিনেতা ও লেখক ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নৃত্যশিল্পী শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় । দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল নাগরদোলা, বানর নাচ, পুতুল নাচ, বায়োস্কোপ, মোরগ লড়াই, পুঁথিপাঠ, কীর্তন, টিয়া পাখির সাহায্যে ভাগ্য গণনাসহ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতির বাহারি আয়োজন।

অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভা গত ৯ এপ্রিল ২০১৯ অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ড. রওনক জাহান, অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় রায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর মেয়ে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম স্বাগত বক্তব্য দেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। রসায়নের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে তিনি তৎকালীন সময়ের রাজনীতি ও সমাজের রসায়ন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩০ সালের ১ আগস্ট কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ৯ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে বাংলাদেশ ভূগোল পরিষদের উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ ২০১৯ "Water Management, Sustainability and Climate Change" শীর্ষক দিনব্যাপী এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ

বাংলাদেশ ভূগোল পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য **রাখেন** বিশেষ অতিথি হিসেবে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসেন ভূইয়া। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ভূগোল পরিষদের সেক্রেটারি ও ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা ভূগোলবিদ ও ঢাবি ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কে বি সাজ্জাদুর রশীদ।

দিনব্যাপী এই সেমিনারে ৬টি ভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী ও গবেষকগণ তাদের গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন্স এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৩জন শিক্ষক এবং ২১জন শিক্ষার্থী

২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের বিএস (সম্মান) পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ২১জন শিক্ষার্থী ডিন্স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। এছাড়া, মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষদের ৩জন শিক্ষককে ডিন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১১ এপ্রিল ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ বিভাগের এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অসাধারণ ফলাফল অর্জনের জন্য তিনি এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ (ভূতত্ত্ব), অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ (সমুদ্রবিজ্ঞান) এবং প্রভাষক মো. ইউসুফ গাজী (ভূতত্ত্ব)।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - জান্নাতুল ফেরদৌস, নাজনীন বিনতে হায়দার, নিশাত তাসনিম কাকন ও দোলা দত্ত (ভূগোল ও পরিবেশ), মাহমুদ আল নূর তুষার, আফরোজা পারভীন, তামান্না মেহেরান শিমু, সুমাইয়া সাদিক, শারফ আনিকা হক, ফারজানা জারিন মারিয়া, ফাতেমা তুজ জোহরা নিশি ও মো. তারিকুল ইসলাম (ভূতত্ত্ব) এবং নাজমা আহমেদ, শামিমা ফেরদৌসি শিফা, আরিফুল ইসলাম, তানজিম হায়াত, নাওয়ার ওয়াদুদ খান, ফাল্গুনী সরকার, তানজিম হোসেন, সুমাইয়া তাবাসসুম ও আয়েশা ইসলাম (দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আইন অনুষদের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তি ও বই প্রদান

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ৫১জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশেষ বৃত্তি ও বই প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩১ মার্চ ২০১৯ এই বৃত্তি ও বই প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আইন অনুষদ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি প্রধান অতিথি এবং আইন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাইমা হক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর ও উপ-দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান "সিক্রেট ডকুমেন্টস্ অব ইনটিলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভলিউম ১ ও ২" শীর্ষক দুর্লভ তথ্য সমৃদ্ধ বই আইন অনুষদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রদান করায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ কেন্দ্রীয় উপ-কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুকে আরও জানার সুযোগ পাবে এবং রাজনীতি ও একাডেমিক অঙ্গনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫